



সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিনউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোতৌজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মুর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল : s2000@dbn-bd.net

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রান্সক্রাফ্ট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

এখানে এখন অনেক উদ্যোগ। মহিলাদের ঋণ দেয়, মেয়েরা খামার করছে, পরিবারের জন্য উপার্জন করছে। শহরে এসে গার্মেন্টসে কাজ করছে কিন্তু দেশে ফিরলে আটকে যেতে হয় আঙ্গিনার চৌহদ্দিতে। কারণ সামাজিকভাবে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা ভালো চোখে দেখা হয় না। শহরের মেয়েটা স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশ থেকে লেখাপড়া করে এসে বড় চাকরি নিয়েছে। কিন্তু ঘরে ফিরে ঢুকতে হয় অন্দরমহলে। এই যে সামাজিক ডবল স্ট্যান্ডার্ড, এর কারণে সামাজিক বিধি বলয় তৈরি হয় না। না হবার কারণে সমাজের বাইরে থেকে ধর্মীয় ফতোয়ার ধমক, সম্ভ্রাসীদের ধমক সমাজের স্বাভাবিক অগ্রসরতাকে থামিয়ে দিয়েছে। এ দুটিই, ফতোয়াবাজ ও সম্ভ্রাসী আবার সওয়ার হয়েছে রাজনৈতিক দলের ওপর, গণতন্ত্রের লাগাম টেনে ধরেছে! সমাজ ভেঙে পড়ছে। নেতাদের হুঁশ নেই সেদিকে। তারা এদের দিতে চায় শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকতে, ক্ষমতা দখল করতে। ক্ষমতায় এরা, হরতালেও এরা। এরাই যেন গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি। যার জন্য জনগণ গৃহবন্দি, শিক্ষা গৃহবন্দি, জীবনাচার গৃহবন্দি।

এদিকে নতুন প্রজন্ম শিক্ষাঙ্গনে ভীত পায়ে ঢুকছে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা সম্ভ্রাসনদের পাঠিয়ে দিচ্ছে বিদেশে। শিক্ষালয়ে সম্ভ্রাস, শিক্ষালয়ে শিবিরের অস্ত্র। ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে চেনে না। সামাজিক সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে না যার মাধ্যমে এরা পরিচিত হবে, কথা বলবে, আড্ডা দেবে-সমাজের সৃষ্টিশীলতার ধারা তৈরি হবে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে কিশোর-কিশোরীদের উৎসাহ দেখে ‘সুচরিতা’ চিন্তিত হয়। পরে এটা নিয়ে স্টাডি করেন। ওপরের কথাগুলো তারই। গভিবেদ্ধ হয়ে গেলে সমাজ বিপন্নবোধ করে নবীন সম্প্রদায়। তাই ‘পত্রলেখা’ ইন্টারনেট হয়ে ওঠে তাদের চেনাজানার মাধ্যম।

এখন বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়, বাস করে বিশ্বজুড়ে এবং সর্বত্র পৌঁছে যায় সাপ্তাহিক ২০০০। যার জন্য এই চিরকূট, ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন। দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, পত্র লেখায় হয়ে ওঠে হৃদয়ের মহামিলন।

প্রচ্ছদের মডেল : লাক্স-আনন্দধারা মিস্ ফটোজেনিক সুমাইয়া জাফর সুজানা
ছবি : এ এল অপূর্ব

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা বার্ষিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ‘সাপ্তাহিক ২০০০’-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। মানি অর্ডার অথবা ডিডি পাঠানোর ঠিকানা : সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।